সংবাদ

07 JAN 2008

প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার কালচারটি উৎপাটিত করুন

অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়াটা আমাদের দেশে একটি সংস্কৃতিতেই পরিণত হতে শুরু করেছে। সন্দেহ নেই, এটা আমাদের শিক্ষার জন্য একটা অশনিসঙ্কেত হিসেবে গণ্য হবে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স দ্বিতীয়বর্ষের ব্যবসায় গণিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের দায়ে গ্রেফতার হওয়া পরীক্ষার্থী আমিনুল ইসলাম শুক্রবার মোহাম্মদপুর থানা হাজতে স্বীকার করেছে এইম কোচিং সেন্টার থেকে সে প্রশ্ন ও উত্তরসহ ফটোকপি পেয়েছে। আরও একটি খবরে জানা গেছে, মিরপুর বাঙলা কলেজের প্রায় সব শিক্ষার্থীও একই রকমভাবে প্রশ্ন ও উত্তরের ফটোকপি পেয়েছে। এর আগে গত বছরের ১১ নভেম্বর অনার্স পার্ট-২-এ ইংরেজি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছিল। উল্লেখ্য, এই ফাঁসের ঘটনা তদন্তের জন্য গঠিত কমিটির রিপোর্টে প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রমাণ পাওয়া যাওয়ায় ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রের পরীক্ষাটি ১২ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য পুনর্নির্ধারিত হয়েছে।

সবচেয়ে দুঃখজনক হলো, একটি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে পরীক্ষাটি পুনর্নির্ধারণ করা এবং সেটা অনুষ্ঠিত হওয়ার আগে আবারও প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার ঘটনা ঘটল। আমরা বুঝতে পারি না সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ পটভূমিতে কেন আবারও প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়া প্রতিহত করতে পারল না। প্রশ্নপত্র ফাঁস হবে, তদন্ত কমিটি হবে এবং পুনর্নির্ধারিত পরীক্ষাটি অনুষ্ঠান করানোর আগেই আবারও প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার ঘটনা আমাদের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অদক্ষতা, অযোগ্যতা এবং সেই সঙ্গে দুর্নীতিরও একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ বলেই আমরা মনে করি। এ প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য হলো, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরকার একশ্রেণীর অসাধু শিক্ষক এবং প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর যোগসাজশেই এই ভয়ঙ্কর কাজটি সংঘটিত হ[illegible] এদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কোচিং সেন্টারগুলো। এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো, এসব কোচিং সেন্টার[illegible] হিসেবে কাজ করছে বিশ্ববিদ্যালয়ের অসাধু শিক্ষকরাই। এদেরই একটি চক্র অবৈধভাবে অর্থ উপার্জনের জন্য দিনের পর দিন আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দেয়ার কাজে লিপ্ত। বর্তমান সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে একটি কঠোর অবস্থান নিয়েছে। দেশের বিভিন্ন খাতের দুর্নীতিকে উৎপাটিত করার জন্য সরকারি সব উদ্যোগের আওতায় নিশ্চয়ই আমাদের শিক্ষা খাতটিও পড়ে। এ কারণে আমরা মনে করি যত দ্রুত সম্ভব একটি কঠোর অবস্থান নেয়া দরকার আমাদের শিক্ষা খাতটিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যও। তা না হলে শেষ পর্যন্ত আমাদের শিক্ষা খাতটির যে ভয়ঙ্কর দুর্দশা ঘনিয়ে আসবে সেটা জাতির জন্য মঙ্গলজনক হবে না বলেই আমরা মনে করি।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অদক্ষতা ও দুর্নীতিই শুধু নয়, তাদের সর্বোচ্চ মহল থেকেও যে ধরনের খামখেয়ালি বক্তব্য উঠে আসে সেটাও আমাদের হতাশ করার জন্য যথেষ্ট। ব্যবসায় গণিতের প্রশ্নপত্র ফাঁসের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত ভিসি অধ্যাপক রাশেদুল হাসান সাংবাদিকদের বলেছেন, 'এটা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা'। আমরা ভিসির এ বক্তব্যকে একটি দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য বলে আখ্যায়িত করতে চাই। যদি বিচ্ছিন্ন ঘটনাই হবে এবং তার কথা অনুযায়ী বিষয়টি দু-একজন ছাত্রের নকল করারই বিষয় হবে তাহলে দু'সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি কেন গঠন করতে যাবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ? ঘটনাটি যে সত্য সেটা ভিসি সাহেবও জানেন। যদি তাই হয়, তাহলে এত বড় একটা ভয়ঙ্কর কাজকে 'বিচ্ছিন্ন ঘটনা' বলে তিনি ঘটনার গুরুত্বটিকে খাটো করতে চেয়েছেন কেন? কোচিং সেন্টারগুলোতে বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসব শিক্ষক পড়ান তাদের ভেতরকার দুষ্টচক্রটিকেও সম্পূর্ণভাবে খুঁজে বের করা দরকার। শুধু খুঁজে বের করাই নয়, তাদের সবাইকে আইনের সম্মুখীন করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান করা জরুরি। গ্রেফতার হওয়া ছাত্র আমিনুল ইসলামের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের সূত্র ধরে বিভিন্ন কোচিং সেন্টার ঘুরে যে চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া গেছে তাতে দেখা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয় ও কোচিং সেন্টারের সঙ্গে যুক্ত একটি চক্রই টাকার লোভে প্রশ্নপত্র ফাঁস ও বিক্রির রমরমা ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ছাত্র ধরে রাখার চেষ্টা। এ প্রসঙ্গে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কোচিং সেন্টারের এক শিক্ষক জানিয়েছেন, ব্যবসায় গণিত পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তরের কপিটি তিনি দু'হাজার টাকায় কিনে ছাত্রদের মধ্যে বিলি করেছেন ছাত্র ধরে রাখার জন্য। তিনি ঢাকা কলেজের একটি চক্রকেও প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িত বলে উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সূত্র জানাচ্ছে, প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় গঠিত তদন্ত কমিটি নাকি পরীক্ষা কমিটিরও এক সদস্যকে এসব ঘটনার সঙ্গে জড়িত বলে সন্দেহ করছে।

মোট কথা, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার বিষয়টি যে ইতোমধ্যে একটি ক্রনিক রোগ থেকে ক্যান্সারে পরিণত হয়েছে সেটা আর নতুন করে বলার দরকার নেই। এই অসাধু চক্রটির শেকড় অনেক গভীরে প্রোথিত এবং এদের জালটির পরিধিও অনেক বিস্তৃত। এজন্যই আমরা মনে করি এঁদের উৎপাটিত করতে হলে সুপরিকল্পিত উপায়ে এবং শক্ত হাতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আমরা আশা করব, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে আমাদের শিক্ষা খাতটিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করবে।